

চর্যাকথন - ১০

মৃত্যু, রাজনীতি এবং ধর্মের বেলেপ্পাপনা (৭/১১/২০০৬ এ মুম্বই বিস্ফোরনের পরিপ্রেক্ষিতে)

যারা মারে তাদের কোনও ধর্ম নেই – যারা মরে তাদের ধর্মের কোনও বাছ বিচার নেই ...

শুধু পড়ে থাকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হাত পা গলা মাংশপিণ্ড আর বয়ে বেড়ানোর জন্য কিছু দুঃস্বপ্ন –

কিসের জন্য এইসব – কোন ঈশ্বর এই বলিতে তুষ্ট হন ?

যুদ্ধের ঘোষণা হয় নি কোথাও – তবু বিস্ফোরনে মৃত্যুর সংখ্যা ২৫০ পেরিয়ে গেছে – আহত হাজার – অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাপ এখনও পাওয়া যায় নি – আল কায়দা নাকি অভিনন্দন জানিয়েছে – স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী হচ্ছে কিছু মৌলবির – সিমির সঙ্গে যোগাযোগ পাওয়া গিয়েছে বিস্ফোরনকারীদের – টেলিফোন কল ইন্টারসেপ্ট করে জানা গিয়েছে যে বিস্ফোরনের পরে দুবাই, ঢাকা এবং করাচীর মধ্যে অভিনন্দন চালাচালি হয়েছে –

এবং এখনও এই বিস্ফোরনের মস্তিষ্করা নিঃশ্বাস নিচ্ছে এই পৃথিবীতে – যেমন নিশ্বাস নিচ্ছেন ২৫০ নিহত মানুষের বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র কন্যারা -

আমি ইসলাম বিরোধী নই – আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই সত্য এবং তাই সে সুন্দর

কিন্তু ইসলামের নাম করে যে বর্বরতা সারা পৃথিবীতে চলছে তা আমার কাছে ঘৃণ্য – এবং এর থেকে নিজের মনুষ্যত্বকে রক্ষা করাটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ...

হয়তো এর অনেকটাই অশিক্ষার আর অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফল, হয়তো ঐতিহাসিক কিছু ভুল কিম্বা অত্যাচারের ফলে জন্মানো শতাব্দ্যব্যাপি পারস্পরিক সন্দেহ আর প্রজন্মব্যাপি ব্যর্থতার ফসল –

কিন্তু আর কতোদিন এর কারন খুঁজবো আমরা?

কতোদিন চলবে এই পারস্পরিক দোষারোপের খেলা?

গনতন্ত্র, সামাজিক সহনশীলতা কিম্বা ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য আর কত অশ্রু এবং রক্ত মূল্য হিসেবে দিতে হবে আমাদের?

গনতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সহনশীলতা – এই সময়ের মানুষ হিসেবে এগুলি আমাদের রক্ষা করা প্রয়োজন – কিন্তু এর অর্থ বা মূল্য বোঝার জন্য ন্যূনতম বোধ লাগে – যার নেই তার সঙ্গে কথা বলার ভাষা অন্য ...

৯/১১ তে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, মাদ্রিদ বসিং, লন্ডনের টিউবে ৭/৭ এ বিস্ফোরন, ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে আক্রমণ, মুম্বই তে সিরিয়াল ব্লাস্ট ১৯৯৩ এবং ২০০৬ - এইগুলি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় – এগুলি দুই সভ্যতার (পড়ুন সভ্যতার সঙ্গে বর্বরতার) সংঘাতের চিত্রকল্প – ধর্মের নাম দিয়ে এগুলি আসলে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা – কিছু নেতার রাজনৈতিক অস্তিত্বের মূলশর্ত – আর দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের পড়শী দেশগুলি তার অন্তর্গত।

তাই এই মুহূর্তে আমি খুব দুঃখের সঙ্গে হলেও –

- ভারত সরকারের পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত কূটনৈতিক কথাবার্তা বন্ধ রাখা সম্পূর্ণ সমর্থন করি –

- বাংলাদেশের বাঙালীদের আমি ভাই বলে মনে করি কিন্তু বাংলাদেশের সরকারকে নয় – তাই একই সিদ্ধান্ত যদি বাংলাদেশ সরকারের সম্পর্কে নেওয়া হয় সেটাও সমর্থন করতে বাধ্য হব

- এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল কায়দার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ প্রমানিত হলে পশ্চিম-পূর্ব বাংলার বর্ডার সিল করে দেওয়া হলে ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা ভালোই হবে

গনতন্ত্রের অর্থ কারো কাছে যদি যেন তেন প্রকারেন ক্ষমতা দখল হয় কিম্বা ধর্মনিরপেক্ষতা বা সহনশীলতা মানে যদি কারো কাছে হয় দুর্বলতা এবং সুযোগ তবে সেই গনতন্ত্র কিম্বা সহনশীলতা অবিলম্বে পরিহার করা প্রয়োজন। আর তার জন্য যদি আয়নায় একটু অন্যরকম দেখায় – যদি বিশ্বের দরবারে একলা চলতে হয় – তাও ঠিক আছে।

সত্যি বলতে কি – গনতন্ত্রের জন্য অনেক রক্ত অকারনে পড়েছে – এবার একটু অন্যরকম হলে খারাপ হবে না। আমাদের বাংলায় কথা আছে না “শক্তের ভক্ত – নরমের যম” ... আমরা ভারতবাসীরা বড্ড নরম – বড্ড শান্তিপ্ৰিয় – বড্ড যুদ্ধবিরোধী। সুখের চেয়ে স্বস্তি আমাদের প্রিয় ...

কিন্তু তাকিয়ে দেখুন ... খুব ভালো করে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কালকে এই বিস্ফোরনটি বনগাঁ লোকালে কিম্বা বইমেলার মাঠে হবে না তার কোনও গ্যারান্টি নেই ...

আর তার পরও সেই সব মস্তিষ্কগুলি হাসবে খেলবে সন্তানের জন্ম দেবে ... আর সেই বেলেল্লাপনা দেখতে দেখতে আমরা – গনতন্ত্রের ধারক ও বাহকরা কি উত্তর দেব মরে যাওয়া মাংশপিণ্ডগুলির পরিবার পরিজনের কাছে – কিম্বা নিজের কাছে কিম্বা আমাদের পরের প্রজন্মের কাছে ?

যারা মারে তাদের কোনও ধর্ম নেই – যারা মরে তাদের ধর্মের কোনও বাছ বিচার নেই ...

শুধু পড়ে থাকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হাত পা গলা মাংশপিণ্ড আর বয়ে বেড়ানোর জন্য কিছু দুঃস্বপ্ন –

সেই দুঃস্বপ্ন যেন আমাদের শপথ নিতে শেখায় ...

রাহুল গুহ

১৪ই জুলাই, ২০০৬